আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ ফাল্গুন ১৪১২ রবিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

আই আই টি তকমা নয়, তবে উন্নয়নে টাকা যাদবপুর ও শিবপুরকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আই আই টি কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (আই এন আই)— কোনও তকমাই লাগছে না যাদবপুর ও শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে।

শুধু এই দু’টি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে নেওয়া সাতটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই আপাতত এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। তার বদলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী আর্থিক বছরে ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কয়েক কোটি টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যাদবপুর ও শিবপুর ছাড়া অন্য পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হল: বেনারস হিন্দু, অন্ধ্র, কোচি, ওসমানিয়া ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে ঠিক হয়, সাতটি প্রতিষ্ঠানের নাম, মর্যাদা ও আইনি অবস্থান— সবই অপরিবর্তিত থাকছে। অর্থাৎ, যেগুলি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি তাই থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি নিজের হাতে নেবে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে রাজ্য সর কারের আপত্তি ছিল। তবে কেন্দ্রও আপাতত সে পথে হাঁটল না। বৈঠকে ওই প্রসঙ্গই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা তোলেননি।

তবে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাতটি প্রতিষ্ঠানেরই স্বশাসন থাকা জরুরি। ছাত্র ভর্তি করতে হবে সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষক নিয়োগের বেলাতেও তাই। এই ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় স্তরে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। রাজ্যের দু’টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের বক্তব্য: এই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমনিতেই স্বশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশ রয়েছে। এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির জন্য যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স হয়, তারও সর্বভারতীয় স্বীকৃতি রয়েছে।

কারণ, যে কোনও ভারতীয় পড়ুয়াই ওই পরীক্ষায় বসতে পারেন। তাছাড়া, অন্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য এখন দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, গুয়াহাটি এবং আগরতলাতেও পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় স্তরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বলে বৈঠকে হাজির দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরাই জানান।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই বিষয়গুলিই লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে। পাশাপাশি, টাকা পেলে আগা মী এক বছরে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কী ধরনের উন্নয়ন ঘটানো হবে, তারও রূপরেখা কেন্দ্র চেয়েছে। শীঘ্রই তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপর কেন্দ্র, রাজ্য, ইউ জি সি এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হবে। এই প্রকল্প পরের পর্যায়ে কী রূপ নেবে, তা ঠিক হবে একাদশ যোজনায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ডিন মনোজ মিত্র জানান, টাকা নিয়ে যারা সময়সীমার মধ্যে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারবে না, তাদের নাম যে প্রকল্প থেকে বাদ পড়তে পারে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরের জন্য কত টাকা দেওয়া হবে, তাও নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। তবে যে টাকাই দিক না কেন, জমি কেনার কাজে যে তা লাগানো যাবে না, সে কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে মনোজবাবু জানান।